উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন

বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থার নামঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সিলেট (ব্যবসা ও বাণিজ্য শাখা)

উদ্ভাবনের নামঃ

টিসিবি'র পণ্য বরাদ্দ, বিতরণ ও হিসাবের ড্যাসবোর্ড। (Dashboard for allocation, distribution and accounting of TCB Products)

ধারনার সূচনাঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২
বাস্তবায়নের তারিখঃ ১ মার্চ ২০২২

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ
সরকার কর্তৃক নিম্ন আয়ের ১ কোটি মানুষের মাঝে টিসিবি এর ভর্তুকি পণ্য বিক্রয়ের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত পণ্য সঠিকভাবে বিতরণ নিশ্চিত করতে সিস্টেমটি ডেভলপ করা হয়। সিস্টেমটিতে উপজেলা ভিত্তিক ডিলারদের নাম সিলেক্ট করে উপকারভোগীর সংখ্যা উল্লেখ করলে সয়ংক্রিয়ভাবে পণ্যসমূহের মূল্য, পরিমাণ, ভ্যাট ও ব্যাংকে জমাদানকৃত অর্থের পরিমাণ প্রদর্শন করে। এছাড়া ডিলারদের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ও অবশিষ্ঠ প্রাপ্যতা চলে আসে। এছাড়া নোটিফিকেশনে নির্দিষ্ট ডিলারের জন্য "বরাদ্দ আছে", "বরাদ্দ নেই" ও "অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছে" প্রদর্শন করে।

যে কারণে উদ্ভাবনীঃ
১। সিস্টেমটি ব্যবহারের ফলে দপ্তরের কর্মচারীদের ডিও ইস্যুকরণের সময় হিসাবের পুনরাবৃত্তি করে সময় অপচয় করতে হয় না।
২। বারবার বরাদ্দ ও বিতরণের পরিমাণ দেখতে পূর্বের ফাইল বের করতে হয় না, নোটিফিকেশনের মাধ্যমে দপ্তরের কর্মচারীরা সহজেই নির্দিষ্ট ডিলারের বরাদ্দ ও বিতরণের হালনাগাদ অবস্থা বুঝতে পারে এবং অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে জটিলতা এড়াতে পারে।
৩। উক্ত শিটটি প্রিন্টের মাধ্যমে ডিলারদের প্রদান করা হয়। এর ফলে ডিলাররা প্রতিবার মালামাল নিতে আসার পর ক্রয়মূল্য, বিক্রয়ময়ল্য, ভ্যাট, ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, মোট বরাদ্দ, অবশিষ্ঠ প্রাপ্যতা সম্পর্কে অবগত থাকে। ফলে পরবর্তীতে মালামাল নিতে আসার আগেই তারা হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে অবগত হয় এবং তদসংশ্লিষ্ঠ প্রশ্ন থেকে বিরত থাকে। এতে শাখার কর্মচারীরা এই সময়ে অন্যান্য কাজে মনোযোগী হতে পারে।

প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

১। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ও নিখুঁতভাবে টিসিবি এর ডিলারদের মালামাল বরাদ্দ, বিতরণ ও হিসাব রাখা সম্ভব হয়েছে।
২। সিস্টেমটি ব্যবহারের ফলে দপ্তরের কর্মচারীদের কর্মঘন্টা কমেছে এবং ডিলারদের ডিও ইস্যু সংক্রান্ত জটিলতার নিরসন হয়েছে।
৩। সিস্টেমটিতে অটোমেটিকভাবে বরাদ্দ ও বিতরণের হালনাগাদ তথ্য আপডেট হওয়ায় এবং নোটিফিকেশনে বর্তমান অবস্থা উল্লেখ থাকায় কম বা অতিরিক্ত বরাদ্দ সম্পর্কিত ঝামেলা নিরসন করা সম্ভব হয়েছে যার ফলে টিসিবির নিম্ন আয়ের উপকারভোগীরা যথা সময়ে মালামাল পেয়েছে।
৪। সিস্টেমটি ব্যবহারের ফলে পূর্বে যেখানে একটি ডিও ইস্যু করতে ৩০ মিনিট সময় লাগতো সেখানে বর্তমানে ৫ মিনিটের কম সময় প্রয়োজন হয়।

উপকারভোগীঃ

সিলেট জেলার নিম্ন আয়ের ১, ৮৩,৩৬৩ টিসিবির উপকারভোগী পরিবার ও ডিলারগণ।

মন্তব্যঃ

উক্ত সিস্টেমটি সিলেট জেলায় রমজানের টিসিবি কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আহসানুল আলম
পরিচিতি নম্বর-১৯১৬২
সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট

টিসিবি ড্যাসবোর্ড

রমজান মাসে টিসিবি

উপজেলাঃ	সদর_উপজেলা	বরাদ্দ শুরু হয়নি	তারিখঃ	১লা মার্চ ২০২২
ডিলারের নামঃ	মেসার্স বিসমিল্লাহ স্টোর, প্রো:মো: জুবের আলম, বালুচর, নতুন বাজার, সদর, সিলেট			

উপকারভোগীর সংখ্যা	পণ্যের পরিমান (টন)	পণ্যের নাম	বরাদ্দকৃত পণ্যের পরিমাণ (কেজি/লি)	ভোক্তা মূল্য (কেজি/লি)	মোট ভোক্তা মূল্য	পরিচালন ব্যয়	পরিচালন ব্যয় বাদে মূল্য (কেজি/লি)	মোট	মার্জিন	ব্যাংকে জমাকৃত মূল্য	প্রদেয় পরিচালন ব্যয়
১০০০.০০	৫.০০০	সোয়াবিন	২,০০০,০০০	১১০	২২০,০০০.০০	৫	১০৫	২১০,০০০.০০	১,১৫৫.৫৫	[illegible]	১০,০০০.০০
		চিনি	২,০০০	৫৫	১১০.০০	৫	৫০	১০০.০০			১০.০০
		মসুর ডাল	২,০০০,০০০	৬৫	১৩০,০০০.০০	৫	৬০	১২০,০০০.০০			১০,০০০.০০
			৪,০০২,০০০		৩৫০,১১০.০০			৩৩০,১০০.০০			২০,০১০.০০

			মোট প্রাপ্যতা		বরাদ্দের পরিমাণ							
ক্রমিক	উপজেলা	ডিলারের নাম ঠিকানা	উপকারভোগীর সংখ্যা	পণ্যের পরিমাণ (টন)	১ম ধাপ (টন)	২য় ধাপ (টন)	৩য় ধাপ (টন)	৪র্থ ধাপ (টন)	৫ম ধাপ (টন)	সর্বমোট (টন)	অবশিষ্ট প্রাপ্যতা	অবশিষ্ট উপকারভোগীর সংখ্যা
২	সদর_উপজেলা	মেসার্স বিসমিল্লাহ স্টোর, প্রো:মো: জুবের আলম, বালুচর, নতুন বাজার, সদর, সিলেট	১৮৬৮	১১.২৮	০	০	০	০	০	০	১১.২৮	১৮৬৮

আইসানুল আলম
পরিচিতি নম্বর-১৯১৬২
সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট